দৈনিক সংবাদ

JUL 1 4 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

রা.বি'র আইবিএস-এ মৌলবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্ত

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এ সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে। এখানকার জামাতপন্থী জনৈক অধ্যাপকের চক্রান্তে প্রতিষ্ঠানটির কাজ-কর্ম মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি আইবিএস-কে বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিসত্তাবিরোধী মনোভাবের লালন ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি ইনস্টিটিউটের বর্তমান পরিচালক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর প্রীতি কুমার মিত্র ও অন্য প্রগতিশীল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে লাগাতার অপপ্রচারসহ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার এসব কার্যকলাপ গত ১লা অকটোবরের নির্বাচনের পর থেকে আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন তা প্রায় প্রতিষ্ঠানটিকে অচল করে দেয়ার মতো পর্যায়ে পৌঁছেছে।

অভিযোগে জানা যায়, জামাতপন্থী ওই শিক্ষক আইবিএস-এ অবস্থানরত ছাত্র-গবেষকদের মধ্যে তার রাজনীতির প্রসার ঘটিয়ে অসুস্থ দলাদলির সৃষ্টি করেছেন এবং তার অনুগত কয়েকজন গবেষককে প্রগতিশীল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটানোসহ লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট করার প্রয়াস পাচ্ছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আইবিএস হোস্টেলের গেস্ট স্যুটে সপরিবারে অবস্থানরত দু'জন প্রগতিশীল শিক্ষকের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই তাদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে স্যুট দু'টি তার অনুগামী দু'জন ফেলোকে অবৈধভাবে অ্যালট করে দিয়ে শিক্ষকদ্বয়কে গভীর বিড়ম্বনার ভেতর ফেলা। বরাদ্দ পাওয়া দুই ছাত্র প্রতিনিয়ত তাদের শিক্ষক দু'জনকে বাসা ছেড়ে দেয়ার তাগিদ দিতে থাকে। ওই দুই ছাত্রের একজনকে বিনা অনুমতিতে নিয়মবহির্ভূতভাবে ঢাকায় পাঠিয়ে আইবিএস লাইব্রেরির নাম করে কতিপয় বইপুস্তক সংগ্রহ করে এনে ইনস্টিটিউটের ঘাড়ে উটকো খরচের বোঝা চাপিয়ে দেন।

সূত্র মতে, আইবিএস-এর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কয়েকজন কর্মচারীকে নিজের বিতর্কিত রাজনীতিতে ভিড়িয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা, অসহযোগিতা, শৃংখলাভঙ্গ ও নানা অনিয়মতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করছেন। গত ১লা অকটোবরের পর থেকে এরা প্রায়ই পরিচালক ও সচিবকে হুমকি দিয়ে কথা বলে এবং অফিসের ভেতর কাজের পরিবেশ নষ্ট করে। কিছু দিন আগে এদের নেতৃত্বে একদল কর্মচারী হোস্টেলের ডাইনিং-এ গিয়ে জোর করে গবেষকদের খাবার খেয়ে এসেছে। একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জামাতী ওই শিক্ষক কলকাঠি নেড়ে আইবিএস-এর সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার যিনি গত কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সচিবের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তাকে অন্যত্র বদলি করিয়ে জনৈক জামাতপন্থী অনভিজ্ঞ অফিসারকে একটি গুরুত্বহীন বিভাগ থেকে এনে আইবিএস-এর সচিবের দায়িত্বে বসিয়েছেন। ফলে কাজ-কর্মে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট অভিযোগ অনুযায়ী, আইবিএস-এর বর্তমান পরিচালক প্রফেসর প্রীতি কুমার মিত্রের দায়িত্বের মেয়াদ ২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকা সত্ত্বেও অকটোবরে নির্বাচনের পর ড. আবেদীন নিজেকে আইবিএস-এর পরিচালক দাবি করে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য হয়েছেন এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে নিজের নামের সঙ্গে Director, IBS, Rajshahi University এই পরিচয় ছাপিয়ে নিয়েছেন। গত ২৩শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত আইবিএস-এর বোর্ড অব গভর্নর্সের সভায় সাম্প্রদায়িক ওই শিক্ষক বর্তমান পরিচালকের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কতিপয় বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করেন। তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দুটো অভিযোগ হলো: (এক) আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে 'চার দলীয় জোটের' মুখপত্র সংগ্রাম, দিনকাল প্রভৃতি পত্রিকা আইবিএস লাইব্রেরিতে রাখা বন্ধ করে দেয়া হয় বর্তমান পরিচালকের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে। অথচ বর্তমান পরিচালক দায়িত্বে আসেন ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারি। ১৯৯৭ সালে 'চার দলীয় জোট' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বও ছিল না। আসলে ওই শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ তৎকালীন পরিচালক অজনপ্রিয় ওই দুই পত্রিকা আর্থিক অপচয় রোধ করার জন্যই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রফেসর মিত্রের সময়ে কোনো পত্র-পত্রিকা বন্ধ তো রাখা হয়ইনি, বরং নতুন সংযোগ হয়েছে। (দুই) ঐ শিক্ষক বোর্ডকে নিঃসঙ্কোচে জানান যে, গত 'কয়েক বছর' ধরে বাংলা নববর্ষ পালনের মতো গর্হিত কাজ করে বর্তমান পরিচালক বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থের অপচয় ও আইবিএস-এর ক্ষতি সাধন করে চলেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই ধৃষ্টতামূলক উক্তিতে বোর্ডের সদস্যরা হতবাক হয়ে যান। প্রথমাবধি আইবিএস-এ কখনই কোনো জাতীয় দিবস পালন করা হয়নি। বর্তমান পরিচালকের সময়েই কেবল জাতীয় দিবসসমূহ আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে পালন করা হতে থাকে। বাংলা নববর্ষ মাত্র গত দুই বছর (১৪০৮ ও ১৪০৯) পালন করা হয়েছে প্রধানত বক্তৃতা, আলোচনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত কম খরচে (বক্তা ও শিল্পীদের কোনো সম্মানী দেয়া হয়নি)। অথচ এদেশের বঙ্গসংস্কৃতি বিরোধী মৌলবাদীদের ব্যবহৃত কুরুচিপূর্ণ ভাষায় 'অভিযুক্ত' শিক্ষক অভিযোগ করেন, 'নববর্ষ পালনের নামে পান্তা ভাত ও চিড়ে দৈ' বিতরণ করে পরিচালক বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থের অপচয় করছেন। এভাবেই ড. আবেদীনের বাঙালিত্বদ্রোহী মনোভঙ্গীর অভিব্যক্তি ঘটেছে।

অভিযোগ মতে, ওইসব ভিত্তিহীন অভিযোগকেই ভিত্তি করে শুরু হয় প্রতিষ্ঠান ও তার পরিচালকের বিরুদ্ধে মিডিয়া সন্ত্রাস। রাজশাহীর প্রথম প্রভাত ও ঢাকার দিনকাল প্রভৃতি দৈনিকে সম্প্রতি প্রফেসর মিত্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আওয়ামীকরণ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যকার ঢালাও অভিযোগ উপস্থাপন করা হয়। ড. মিত্র ছাড়া ইনস্টিটিউটের অন্য প্রগতিশীল শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও ওইসব প্রতিবেদনে বিষোদগার করা হয়। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইবিএস হচ্ছে 'a house of seminars'. গোটা বছর ধরেই এখানে নানা বিষয়ে সেমিনার চলতে থাকে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে আইবিএস-এ অর্ধশতাধিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস ও কাউন্সেলিং ছাড়া সেমিনারই' হচ্ছে আইবিএস-এর শিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম মূল তৎপরতা। সঙ্গত কারণেই ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও গবেষক সকলের জন্যই সেমিনারে যোগদান ও অংশগ্রহণ আবশ্যিক করা হয়েছে, কিন্তু জামাতপন্থী ওই শিক্ষক সিংহভাগ (৯০% এর বেশি) সেমিনারে অনুপস্থিত থাকেন। এতে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী রা.বি.-র বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-গবেষকসহ আইবিএস-এর গবেষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসররা বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই সমালোচনামুখর হন এবং শিক্ষার্থী গবেষকরাও কখনো কখনো সোচ্চার হন জিজ্ঞাসায়। এতে আইবিএস-এর ভাবমূর্তি প্রতিনিয়ত ক্ষুণ্ন হচ্ছে। শুধু তাই নয়, একজন সিনিয়র প্রফেসরের এই দৃষ্টান্ত ক্রমান্বয়ে ইনস্টিটিউটের অন্যান্য শিক্ষক ও গষেকদের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে একটা অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ইদানীং সেমিনারগুলো হতাশাজনকভাবে জনবিরল থাকছে। ফলে আলোচনা প্রাণবন্ত হচ্ছে না, দায়সারা গোছের মামুলি কথাবার্তা দিয়ে সেমিনার শেষ হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকরা বলছেন, আইবিএস বাংলাদেশ সম্পর্কিত উচ্চতর গবেষণার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। তবুও এর অগ্রগতি রোধ করা যায়নি। এ পর্যন্ত আইবিএস যা অর্জন করেছে তার মান ও পরিমাণ মোটেই কম নয়। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে এসব অপতৎপরতার উদ্দেশ্য হচ্ছে আগামী জানুয়ারি ২০০৩ সালে জামাতপন্থী এক অধ্যাপক আইবিএস-এর পরিচালক পদে আসীন হওয়া।